# পলিসি ব্রিফ
#১১১/ ২০২২

জানুয়ারি ২০২২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

পরিবেশ উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলাসহ পরিবেশ সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে পরিবেশ অধিদপ্তর। পরিবেশ রক্ষা এবং দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার বিভিন্ন দিক সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি 'পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে যা ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়। এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার পূর্ণ প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, যা টিআই-বির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষায় বেশ কিছু আইন, নীতি ও বিধিমালা রয়েছে যা প্রয়োগের দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের। গবেষণায় দেখা যায়, একদিকে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের কিছু দুর্বলতা এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন, বিধিমালাসহ সম্পূরক আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থতার কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশের সুরক্ষা ও দূষণ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, জনসম্পৃক্ততা এবং কার্যকর সমন্বয়ে ঘাটতিসহ সুশাসনের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অংকের নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত, এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা যায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপনই মূলত পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী, কিন্তু এক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না। একদিকে সক্ষমতার ঘাটতি এবং অনেকক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না পরিবেশ অধিদপ্তর।

## সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে:

| সুপারিশ | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| **আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রতিপালন সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে করণীয়** | |
| ১. অঞ্চলভিত্তিক পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণসাপেক্ষে 'এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশান প্ল্যান' তৈরি করতে হবে এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ আইনি কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ২. আইন সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ আদালতে সাধারণ মানুষের সরাসরি মামলা করার সুযোগ রাখতে হবে। | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৩. ইটিপির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর |

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন
https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/6391-doe-study-2

| সুপারিশ | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ৪. সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্পের ইআইএতে উল্লেখিত মিটিগেশান প্ল্যান ও ইএমপি ডিজাইন প্রস্তাবনা অনুসারে এর সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতে নিয়মিত পরিবেশগত নিরীক্ষার (এনভায়রনমেন্টাল অডিট) ব্যবস্থা করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর; মহা হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় (সিএজি) |
| ৫. আইন ভঙ্গকারী এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনের স্বাধীন ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৬. তদারকির সময় যেসকল প্রতিষ্ঠানে অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে সে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণে সকল প্রকার ভয়, চাপ ও আর্থিক প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে অন্যায় কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ৭. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে স্ব-স্ব ইআইএ রিপোর্ট প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করে বিধি জারি করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তা উন্মুক্ত করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ৮. সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকল্প ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বাজেটে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয় |
| **মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা** | |
| ৯. পরিবেশ অধিদপ্তরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং পেশাদারিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন ও গুণগত কর্মসম্পাদনে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সকল পর্যায়ে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ১০. স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ১১. ঢালাওভাবে প্রেষণে পদায়ন না করে অধিদপ্তরের নেতৃত্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ১২. পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অধিকসংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ দিতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| **অবকাঠামো ও লজিস্টিকস** | |
| ১৩. প্রতিটি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পরিবেশ আদালত আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় পরিবেশ আদালত স্থাপন করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর; আইন ও বিচার বিভাগ |
| ১৪. যথাযথ চাহিদা নিরূপণসাপেক্ষে সকল কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, অবকাঠামো এবং কারিগরি ও লজিস্টিক্যাল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ১৫. পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সকল সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। প্যারামিটারের মান নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কার্যকরতা নিয়মিত যাচাই করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| **ডিজিটাইজেশন** | |
| ১৬. পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটকে আরও তথ্যবহুল (যেমন নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে করা জরিমানা ও আদায়ের পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন প্রকাশ) করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |

| সুপারিশ | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ১৭. অধিদপ্তরের সকল প্রকার তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সহজলভ্য করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ১৮. দুর্নীতি রোধে ডিজিটাল ও আধুনিক তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ১৯. বৃহৎ প্রকল্পের দূষণসহ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে ডিজিটাল ও আধুনিক তদারকির ব্যবস্থা চালু করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা** | |
| ২০. বৃহৎ প্রকল্পসহ সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকল্পের স্বাধীন, বিশ্বাসযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিবেশগত সমীক্ষা সাপেক্ষে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ার সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ২১. পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান, অধিদপ্তরের প্রকল্প বাস্তবায়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ২২. শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইএমপি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। তদারকির সময় সঠিক পদ্ধতিতে ও স্বচ্ছতার সাথে দূষণের নমুনা সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ২৩. আইনের যথার্থ প্রয়োগে ভয়, চাপ ও আর্থিক প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে দৃঢ়তার সাথে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানাগুলোকে জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| **দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপ** | |
| ২৪. পরিবেশ সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনের আওতায় বিধিবদ্ধ করে ত্রুটিমুক্ত আইইই, ইআইএ, ইআইএসএ সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ তদারকির জন্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ২৫. পরিবেশ ছাড়পত্র কেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ২৬. ইটিপির কার্যকর ব্যবহার তদারকিতে জড়িত অধিদপ্তরের কর্মীদের দুর্নীতি চিহ্নিত করতে হবে, এবং ইটিপি ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের মতামত নিয়মিত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। | পরিবেশ অধিদপ্তর |

**ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)**

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh